পাঠ
पाठ 23

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

অজয় : অনুপমবাবু, আপনি আপনার মেয়েকে কোন স্কুলে ভর্তি করলেন?

অনুপম : আজকাল বাচ্চাদের ভাল স্কুলে ভর্তি করা খুব কঠিন ব্যাপার। আমি আমার মেয়েকে অমলবাবুর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত টাউন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

অনিল : শুনেছি, টাউন স্কুলে শিক্ষকরা যত্ন নিয়ে পড়ান।

অজয় : তবুও, বাড়িতে পড়ানোর জন্যে এক-জন শিক্ষক থাকা দরকার।

অনুপম : হ্যাঁ। আমি একজন গৃহশিক্ষক রেখেছি। তিনি বাড়িতে এসে আমার মেয়েকে পড়ান। তিনি আগে হিন্দুস্কুলে পড়াতেন। এখন ওখান থেকে উনি অবসর নিয়েছেন।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था

अजय : अनुपम जी, आपने अपने लड़की को किस स्कूल में भर्ती करवाया है?

अनुपम: आजकल बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाना तो बहुत कठिन है। मैं ने अपनी लड़की को अमल जी की सहायता से टाउन स्कूल में भर्ती करवा दिया है।

अनिल : सुना है, टाउन स्कूल में शिक्षकगण अच्छा पढ़ाते हैं।

अजय : फिर भी, घर पर पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करना आवश्यक है।

अनुपम: हाँ। मैंने एक गृहशिक्षक रख लिया है। वे घर आकर मेरी लड़की को पढ़ाते हैं। वे पहले हिंदू स्कूल में पढ़ाते थे। अब उन्होंने वहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया है।

অজয় : আচ্ছা! আপনার মেয়ের গৃহশিক্ষক কি আমার ছেলেকে পড়াবেন? আমি আমার ছেলের জন্যেও একজন গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তিনি ঠিকভাবে পড়ান না। আপনি আপনার মেয়ের গৃহশিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবেন।

अजय : अच्छा! क्या आपकी लड़की के गृहशिक्षक मेरे लड़के को भी पढ़ाएँगे? वैसे मैंने अपने लड़के के लिए एक गृहशिक्षक की व्यवस्था की है। किन्तु वे ठीक तरह से पढ़ाते नहीं हैं। आप अपने लड़की की गृहशिक्षक से पूछकर मुझे बताइए।

অনুপম : হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি আজস্প ওনার সঙ্গে কথা বলে আগামীকাল আপনাকে জানাব।

अनुपम: हाँ हाँ ज़रूर। मैं आज ही उनसे बात करके कल आपको बता दूँगा।

অনিল : অনুপমবাবু আপনি আপনার মেয়েকে কি কোথাও গান শেখাতে পাঠাচ্ছেন?

अनिल : अनुपम जी, क्या आप अपनी लड़की को कहीं संगीत सीखने के लिए भेज रहे हैं?

অনুপম : না, আমি ওকে গান আর শেখাচ্ছি না। কারণ কাছাকাছি কোন গানের স্কুল নেস্প। তাছাড়া এখানে গান শেখানোর শিক্ষকও নেস্প। কিন্তু আমি আমার মেয়েকে নাচ শেখানোর ব্যবস্থা করেছি। ওকে 'উদয়ন' নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

अनुपम: नहीं, मैं उसे संगीत सीखने के लिए नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि आस-पास कोई भी संगीतशाला नहीं है। उसके अलावा यहाँ कोई संगीत सिखाने वाला शिक्षक भी नहीं हैं। लेकिन मैंने अपनी लड़की को नृत्य सिखाने की व्यवस्था की है। उसको 'उदयन' नृत्यशाला में भर्ती करवा दिया है।

অনিল : খুব ভাল। আজকাল

अनिल : बहुत अच्छा है। आजकल लड़के लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ दूसरी कलाओं का ज्ञान भी दिलवाना चाहिए। इसीलिए मैं भी अपने लड़के को सितार सिखवा रहा हूँ। किंतु चिंता का विषय यह है कि उसका मन पढ़ाई में बिलकुल

ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু শেখানো ভাল। তার জন্যে আমিও আমার ছেলেকে সেতার শেখাচ্ছি। কিন্তু দুশ্চিন্তার বিষয় হল যে পড়াশোনায় ওর মনম্প বসে না। আমি অনেক বোঝাম্প কিন্তু ও কিছুতেম্প বুঝতে চাম্পছে না।

অজয় : আপনি এম্প ব্যাপার নিয়ে কিছু চিন্তা করবেন না। বড় হলে ও ঠিকম্প বুঝতে পারবে।

অনুপম : আজকালকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি যে অনাগ্রহ, তার জন্যে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিম্প দোষী। ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পাঠ্যক্রমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐা কমানোর জন্য সংসদেও অনেক অলোচনা হয়েছে। এমন কি অনেক সুচিন্তক সদস্যগণও অনেকবার পাঠ্যক্রমের বোঝা কমাবার জন্যে প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুম্প হয়নি।

অনিল : যদি অভিভাবকরা এম্প

नहीं लगता। मैं उसे बहुत समझाता हूँ किंतु वह किसी भी प्रकार से नहीं समझ पा रहा है।

अजय : आप इस बात की चिंता मत कीजिए। बड़ा होने पर वह खुद ही समझ जाएगा।

अनुपम: आजकल के लड़के लड़कियों में शिक्षा के प्रति जो अरुचि है उसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति ही दोषी है। छात्र छात्राओं पर पाठ्यक्रम का बहुत अधिक बोझ लाद दिया गया है। उसे कम करने के लिए संसद में भी काफ़ी विचार-विमर्श हुआ है। केवल यही नहीं अनेक सुचिंतक सांसदों ने कई बार पाठ्यक्रम का बोझा कम करने के लिए अपने प्रस्ताव रखे हैं। किंतु आजतक कुछ भी नहीं हो सका।

अनिल : यदि अभिभावकगण इस के बारे में जागरुक हो जाएँ तो संभवतः इस समस्या का समाधान निकल आए।

अजय : अब इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आंदोलन के अलावा और कोई भी उपाय नहीं बचा है। लगता है इसी शिक्षा व्यवस्था के बीच ही हमें अपने बच्चे-बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा।

अनिल : आप सही कह रहे हैं।

ব্যাপারে সচেতন হয়ে যান তাহলে সম্ভবতঃ এম্প সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে।

অজয় : এখন এম্প ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে আন্দোলন ছাড়া কোনম্প উপায় নেম্প। মনে হয়, এম্প শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেম্প আমাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াতে হবে।

অনিল : আপনি ঠিক বলছেন।

অজয় : আপনার মেয়ের গৃহশিক্ষক আমার ছেলেকে পড়াবেন কি না আপনি একু ওনাকে এম্প ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে আমাকে তাড়াতাড়ি জানাবেন।

অনিল : অবশ্যম্প।

অজয় : আচ্ছা, এখন আমি চলি।

अजय : आप की लड़की के गृहशिक्षक मेरे लड़के को पढ़ाएँगे या नहीं उस के बारे में आप उनसे पूछकर मुझे जल्दी बता दीजिएगा।

अनिल : ज़रूर।

अजय : अच्छा, अब मैं चलता हूँ।

শব্দার্থ

শব্দ	अर्थ
ব্যবস্থা	व्यवस्था
করলেন	करवाया
সাহায্য	सहायता
যত্ন	अच्छा, सावधानी

পড়ান	पढ़ाते हैं
রেখেছি	रखा है
গান	गाना, संगीत
পাঠাচ্ছেন	भेज रहे हैं
নাচের স্কুল	नृत्यशाला
সেতার	सितार
দুশ্চিন্তা	दुश्चिंता, चिन्ता की
পড়াশুনা	पढ़ाई
কিছুতেম্প	किसी भी तरह
বোঝা	बोझ
পাঠ্যক্রম	पाठ्यक्रम
চাপিয়ে দেওয়া	लाद दिया
সুচিন্তক	सुचिंतक
প্রস্তাব	प्रस्ताव
অভিভাবকরা	अभिभावकगण
সম্ভবত	संभवतः
পরিবর্তনের	परिवर्तन के
ছাড়া	अलावा
উপায়	उपाय

অভ্যাস

I. নীচে দাগ দেওয়া শব্দের বদলে বন্ধনীতে দেওয়া শব্দ থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে নতুন বাক্য গঠন করুন।

1. একজন গৃহশিক্ষক আমার মেয়েকে বাংলা <u>পড়ান</u>। (শেখেন/শেখান/শেখাবেন)

2. আমি তাকে অনেক বোঝাম্প।

(খাম্প/খাওয়াম্প/খাওয়ান)

3. সে আমাকে কলকাতা দেখাবে। (ঘুরবে/ঘোরাবে/ঘুরছে)

4. কে তাকে চিঠি পাঠালো? (দেখালো/দেখলো/দেখাবো)

5. ওকে গান আর শেখাচ্ছি না। (শোনাচ্ছি/শুনছি/শুনব)

II. নীচে দেওয়া বাক্যগুলিতে রেখাঙ্কিত শব্দের বদলে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে নতুন বাক্য রচনা করুন।

1. আমি কাজটা করলাম।
2. তিনি গান শেখেন।
3. সে বাংলা পড়ে।
4. আমি আপনার জন্য মিষ্টি আনব।
5. তুমি আজ রসগোল্লা খাও।

III. বন্ধনীতে দেওয়া শব্দ থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে বাক্য পূর্ণ করুন।

1. আপনি আমাকে খবরটা ________________।

(জানবেন, জানলেন, জানেন, জানাবেন)

2. সে লিপিকাকে ছবি ______________।

(দেখাচ্ছে, দেখছে, দেখে, দেখেছে)

3. আমি তাকে অনেকবার ________________।

বুঝলাম, বোঝালাম, বুঝেছি, বুঝবো)

4. তুমি আমাদের গান ______________ ।

(শোনাব, শোনাও শুনবো, শোনে)

5. আমি কথাটা তাকে ______________ ।

(জানালাম, জানালো, জানবো, জানলাম)

I. অনুচ্ছেদর্টি পড়ে এমন পাঁর্চি শব্দ খুঁজে বার করুন যেগুলির অর্থ নিচে দেওয়া হয়েছে।

কোনো বাগান তৈরী করতে ও তাকে যথাযথ রাখতে বাগানের যত্ন নেওয়া দরকার। বাগানের গাছ ও ফুল যাতে নষ্ট না হয় সময় মত জল, সার দিতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর মার্টি পাল্টাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, সারের সাথে এমন কিছু জিনিস না দেওয়া হয়, যাতে ফুল ও ফলের ক্ষতি হয়। ঠিকমত যত্ন নিলে গাছে সুন্দর থোকা থোকা ফুল ফুর্টবে। এম্প ফুল যেন ঈশ্বরের পাঠানো কোনো শুভবার্তা মনে হয়। তাম্প সঠিক বাগান চর্চা খুব সহজ কাজ নয়।

(ঠিকঠাক, বদল, সংবাদ, নির্ধারিত, ধ্বংস)

II. অনুচ্ছেদর্টি পড়ে এমন পাঁচ জোড়া শব্দ খুঁজে বার করুন যেগুলি বিপরীতার্থক শব্দ।

মায়ের কাছে তার সন্তানম্প সব থেকে বেশি প্রিয়। এমন কোনো মা পৃথিবীতে নেম্প যার কাছে তার সন্তান অপ্রিয় হয়। মা যতম্প অনভিজ্ঞ হোক্, সে তার সন্তানের যথাসাধ্য যত্ন নেয়। সন্তান কিছু না বলতেম্প মা সন্তানের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে পেরে যায়। তাম্প মা সময় মতম্প পোষাক পরিবর্তন, খাবার আনা, খেতে দেওয়া প্রভৃতি সব কাজম্প করেন। মায়ের সর্বদা এম্প লক্ষ্যম্প থাকে যেন তার সন্তানের কোনো ক্ষতি না হয়, অযত্ন যেন না হয়। সন্তান কোথাও পড়ে গিয়ে কোথাও লাগলে, সে ব্যথা মায়ের বুকে বহুগুণ বেশি হয়ে লাগে।

তাম্প মায়ের ভালোবাসা চিরকাল অপরিবর্তনীয়।

IV. একর্টি বাক্যকে দুর্টি বাক্যে বিশ্লেষণ করুন।

উদাহরণ : সুমনার একর্টি সবুজ জামা আছে।

সুমনার একর্টি জামা আছে। যার রঙ সবুজ।

1. দীপার একটি কালো সোয়েটার আছে।
2. শীতকাল, বাগানে আর ফুল নেই।
3. প্রদীপ খুব সুন্দর গান গায়।
4. আমার ফোটা ফুল দেখতে খুব ভালো লাগে।
5. পৃথিবী খুব সুন্দর জায়গা।

V. দুটি বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করুন।

উদাহরণ : রাম একটি ছেলে। সে খুব ভালো।
রাম একটি ভালো ছেলে।

1. ফুলদানীতে একটি গোলাপ আছে। গোলাপটার রঙ লাল।
2. এখান থেকে একটি পাহাড় দেখা যায়। সেটি খুব দূরে অবস্থিত।
3. ওখানে দোয়াতে কালি আছে। যার রঙ নীল।
4. ঐশী একটি মেয়ে। ঐশী খুব শান্ত।
5. অমলদের বাড়ির পাশেই একটি ঝিল আছে। ওদের বাড়ির পাশের ঝিলটিতে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে।

VI. উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে বাক্য পূর্ণ করুন।

1. সে ______________ ভালবাসে।
2. ছেলেটিকে কেউ ____________ চাইলো না।
3. উদয়নে গান ___________ ব্যবস্থা নেই।
4. সব কথা _______________ প্রয়োজন নেই।
5. তিনি সিনেমা ______________ বাড়ি ফিরলেন।

VII. নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. অনুপমবাবু ও অনিলবাবুর মধ্যে কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল?
2. অনুপমবাবু কেমন করে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করালেন?
3. টাউন স্কুলের শিক্ষকরা কেমন পড়ান?
4. অনুপমবাবুর মেয়ের গৃহশিক্ষক আগে কোথায় পড়াতেন?
5. পড়াশুনা ছাড়া অনুপমবাবুর মেয়ে আর কি শিখছে?
6. অনিলবাবু নিজের ছেলেকে কি শেখাচ্ছেন?

পড়ে বুঝুন

শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন শিক্ষা प्रणाली में परिवर्तन

ভারতবর্ষের বৈদিকযুগ থেকে যে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে। শিশুকালে শিশুরা গুরুগৃহে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যেত। সেখানে গুরু তাদের বিদ্যা শিক্ষার সাথে সাথে জীবন শিক্ষাও দিতেন। গুরু তাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন বা এমন সব কাজ করতে দিতেন যা তাদের জীবনের সমস্ত রকম প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পারত। সেখানে জীবনাচারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সেম্প কারণে শিক্ষার মূল বিষয়ম্প ছিল জীবন শিক্ষা ও প্রকৃতজ্ঞান। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সমাজের পরিকাঠামোও পরিবর্তিত হতে লাগল। মানুষ আর আগের নিয়মে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হলো না। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবিকারও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। মানুষের জীবিকার পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও প্রভাবিত হতে দেখা গেল। আস্তে আস্তে শিক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন হতে দেখা গেল। একসময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমার্জিত ছিল। বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পালা বদলের সাথেম্প ভারতের সামাজিক জনজীবনেও যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ম্পংরেজ শাসন স্থাপনের সূচনা লগ্নে ভারতের ম্পতিহাসের ক্ষেত্রে আবার আর এক পালাবদল ঘটল। অশিক্ষার অন্ধকার এবং কুসংস্কার পূর্ণ ভারতবর্ষে ম্পংরেজ শাসকগণম্প শিক্ষার আলো জ্বালালো। তারা নিজেদের প্রয়োজনেম্প বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করতে শুরু

করল; সেম্প বিদ্যাশিক্ষা ছিল কেবল তাদের প্রয়োজন সাধনের জন্য। তখন তারা তাদেরম্প ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন। সেখান থেকে শুরু হয় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি। এরপর রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণ বাংলা শিক্ষা ও বাঙালীর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ নেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগেম্প অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তারপরম্প নারী শিক্ষার সূচনা হয়।

যে শিক্ষা তখন দেওয়া হত সেম্প শিক্ষা ছিল যথেষ্ট উপযোগী শিক্ষা। তারপরেম্প যে শিক্ষার সূচনা হয় সেখানে কেবল মুখস্থ বিদ্যা ও পুথিগত বিদ্যাম্প প্রধান সেম্প বিদ্যাশিক্ষা ব্যবহারিক জীবনে কোনোভাবেম্প কার্যকারী হত না। কেবলমাত্র শিক্ষার বোঝাম্প বাড়ত কিন্তু কোনোভাবেম্প তা কার্যকারী হত না। প্রকৃতজ্ঞান বা শিক্ষা হত না।

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি অনেকা সেম্প প্রকারম্প। সেখানে কেবলমাত্র শিক্ষার বোঝার বৃদ্ধি হচ্ছে অথচ কোনোরকমভাবে সেম্প বিদ্যা কোনো ব্যবহারিক জীবনে কার্যকারি করা যাচ্ছে না। শিশুকাল থেকে মা-বাবা ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের কেবল চাপ প্রদান করছে এবং তাদের জীবনে বড় হওয়ার অর্থ ডাক্তার ম্পঞ্জিনিয়ার হওয়া এবং অর্থ উপার্জন করা বোঝাচ্ছেন। ফলে তারাও সেম্প দিকেম্প একমুখী হয়ে কেবল দৌড়াচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। তারাও ভাবতে পারে না অন্যভাবেও জীবনযাপন করতে পারা যায়। বড় হওয়া মানে বড়লোক বা ধনী হওয়া নয়, বা কেবলমাত্র নিজের প্রতিষ্ঠা নয়। বড় হওয়া মানে সার্বিকভাবে মহান হওয়া। আমাদের দেশে এমন শিক্ষার দরকার যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ম্পচ্ছামত স্বাধীনভাবে ভালোলাগা বিষয় নিয়ে পড়তে পারে। সেখানে কোনো বোঝা চপিয়ে দিলে চলবে না। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রম শিক্ষা যেন বোঝা না হয়ে সঙ্গী হয় সেম্প দিকেম্প নজর দিতে হবে। ছাত্রছাত্রদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের দেশের ও দশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, তারা উচ্চশিক্ষিত হয়ে যাতে দেশের বাম্পরে চলে না যায়। বহু ভালো বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া শিখে বিদেশে পাড়ি দেয় কেবল অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার লোভে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে এম্প প্রবনতা কমিয়ে তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়াতে হবে। সেম্প শিক্ষিত

বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীদের আমাদের দেশের উন্নতি, শিক্ষা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত করতে হবে। তার জন্য আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ
বৈদিক	वैदिक
প্রতিকূলতা	प्रतिकूलता
অতিক্রম	अतिक्रम
জীবনাচারণ	जीवनचर्या
প্রকৃত	प्राकृतिक
পরিকাঠামো	गठन
পরিবর্তিত	परिवर्तन
জীবিকা	जीविका
প্রভাব	प्रभाव
প্রভাবিত	प्रभावित
বিভিন্ন	विभिन्न
শাসন	शासन
পালাবদল	दलबदल
সামাজিক	सामाजिक
অশিক্ষা	अशिक्षा
সাধন	साधन
পদক্ষেপ	कदम
উদ্যোগেস্প	उद्योग

স্থাপনা	स्थापना
উপযোগী	उपयोग, प्रयास
ব্যবহারিক	व्यवहारिक
কার্যকারী	उपयोगिता
হওয়া	होना
প্রকার	प्रकार
মুখস্থ	कंठस्थ
প্রদান	प्रदान
একমুখী	एकनिष्ठ
ধারণ	धारण
জীবনধারা	जीवनधारा
সঙ্গী	संगी, साथी
অতিরিক্ত	अत्यधिक
স্বাচ্ছন্দ্য	सुविधा
বিলাসিতা	विलासिता, विलास भाव
প্রবণতা	अभिलाषा

অভ্যাস

I. নীচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লিখুন।

1. বৈদিকযুগে ভারতবর্ষে কি মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল?
2. বৈদিকযুগে শিশুকালে শিশুরা কোথায় শিক্ষা লাভের জন্যে যেত?
3. স্পংরেজ শাসকগণ কেন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল?
4. কারা বাংলা শিক্ষা ও বাঙালীর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ নেয়?

5. বর্তমান ছাত্রছাত্রী কিসের পিছনে ছুটছে?

6. বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের কেমন শিক্ষা দেওয়া দরকার?

7. ভালো ছাত্রছাত্রীদের কি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়?

II. অনুচ্ছেদটি পড়ে এমন সাতটি শব্দ খুঁজে বার করুন যেগুলির অর্থ নিচে বন্ধনীতে দেওয়া আছে।

শিক্ষাই শক্তি। কোনো ব্যক্তির সঠিক শিক্ষা না হলে সে সব পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে পারে না। সঠিক শিক্ষায় সব প্রতিকূল পরিবেশ থেকেই সে বেরিয়ে আসতে পারে। অবস্থা পরিবর্তনের সাথেই সকল কিছু পরিবর্তন করার মত অভ্যেস রাখা দরকার।

(সামর্থ্য, লেখাপড়া, অবস্থা, উপযুক্ত, রূপান্তর, রীতি, বিপরীত অবস্থা।)

III. অনুচ্ছেদটি পড়ে এমন পাঁচটি শব্দ খুঁজে বার করুন যেগুলির বিপরীতার্থক শব্দ নীচে বন্ধনীতে দেওয়া আছে।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী'। অর্থাৎ যার যত কম বিদ্যা সেই বেশী জ্ঞানীর মত কথা বলে। আর যে সত্যিই বুদ্ধিমান সে কখনই তার বিদ্যার বা জ্ঞানের পরিচয় কাজে দেখায় কিন্তু কথায় নয়। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতেই জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞান ও বিদ্যার পরিচয় দেয়।

1. যার লেখাপড়া বিশেষ নেই
2. যার বুদ্ধি আছে
3. যার জ্ঞান নেই
4. যে পরিস্থিতি অনুকূল নয়
5. সত্যি নয়

IV. হিন্দিতে অনুবাদ করুন।

A. বাবা মায়ের একমাত্র স্নেহের সম্বলস্প হল তাদের সন্তান। বাবা মা তাদের সন্তানকে নিজেদের স্নেহের ছায়ায় মানুষ করেন। সন্তানকে বাবা মা শেখান যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। শৈশব থেকেস্প তাকে শেখানো হয়, কখন কোথায় খাওয়া, কিভাবে কথা বলা উচিৎ, কখন কি করা উচিৎ, সব কিছুস্প তার হাত ধরে শেখায়। শুধু তাস্প নয় নিজেদের সকল স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিয়েও তার সন্তানদের মানুষ করেন, সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেন। বাবা মা তার সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে মানুষ করেন। তাস্প সন্তানদেরও বাবা মায়ের বয়সকালে তাদের যত্ন নিতে শেখা উচিৎ।

B. বিদ্যাসাগরের আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম শ্রী ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগর ছেলেবেলা থেকেস্প লেখাপড়ায় মনযোগী ছিলেন এবং তিনি খুব দয়ালুও ছিলেন। তিনি কারোর দুঃখকষ্ট দেখে চুপ করে থাকতে পারতেন না। তিনি ছৌ বড়, ধনী দরিদ্র -- সবার দুঃখেস্প ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি ছেলেবেলায় তাঁর পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করেন ও বাবার হাত ধরে মেদিনীপুর থেকে কোলকাতায় আসেন পায়ে হেঁটে। পথেস্প তিনি এক থেকে একশো পর্যন্ত স্পংরাজীতে সংখ্যা শিখে ফেলেন। কোলকাতায় এসে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি তাঁর মেধার পরিচয় দেন। সেখানেস্প তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেন। তারপরস্প তিনি ভারতের অশিক্ষাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হন। তাছাড়া তখন নারীদের বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল, সেস্প অল্পবয়সী মেয়েরা বিধবা হলে তাদের প্রচণ্ড কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করতে হত। বিদ্যাসাগর নারীদের এস্প দুর্দশা দেখে সহ্য করতে পারেন নি তাস্প তিনি বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ প্রচলন করেন এবং নারী শিক্ষার প্রচলনও করেন। তিনি নারী শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তিনি নানান রচনা করেন। যেমন -- বর্ণপরিচয়, কথামালা, সীতার বনবাস স্পত্যাদি।

সেস্প সময় তাঁকে বহু জন অপবাদ দেন, তাকে বহু অপমান সহ্য করতে হয়। তবুও তিনি মাথা নত করেন নি, হতাশ হননি এস্পভাবে নানান অসুবিধার মধ্যে তিনি বিধবা বিবাহ এবং নারীশিক্ষার প্রচলন করেন। তাস্প আজও তিনি সবার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

V. বাংলায় অনুবাদ করুন।

गाँधी जी ने शिक्षण पद्धति और शिक्षा के आधारभूत मूल्यों पर भी हमें अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। उनकी शिक्षा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ानेवाली शिक्षा है। उसे उन्होंने बुनियादी शिक्षा कहा। बुनियादी का अर्थ हुआ "आधारभूत"। इस शिक्षा में पढ़ने के साथ जीवन के व्यवहारिक पक्षों और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। गाँधी जी, जैसा कि, सब जानते हैं गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। लेकिन वे पूरे भारत को अपनी जन्मभूमि मानते थे। इसीलिए वे महात्मा अर्थात महान आत्मावाले सर्वमान्य विचारक माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका दृष्टिकोण व्यापक था।

गाँधी जी की इस बुनियादी शिक्षा को और अधिक संगत बनाने के लिए गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद 'भिजुभाई' का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पूरा नाम भिजुभाई बधेका था। इनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में 15 नव. 1885 में हुआ था।

भिजुभाई ने 1909 ई. में मुंबई में रहकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और वकालत करने लगे। 1920 ई. में उन्होंने वकालत छोड़ दी और बालशिक्षा के लिए समर्पित भाव से काम करने लगे। कानून से शिक्षा क्षेत्र में आने के पीछे गाँधी जी की प्रेरणा प्रमुख थी। 1930 में भिजुभाई ने गाँधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। वहीं उन्होंने सत्याग्राही शिवरों में अक्षरज्ञान दिया। यहीं से उनका ध्यान प्रौढ़शिक्षा की और गया। उन्होंने गाँधी जी की शिक्षानीति का गहन अध्ययन किया। भिजुभाई ने 1925 ई. में प्रथम मांटेसरी सम्मेलन और 1928 ईं में द्वितीय मांटेसरी सम्मेलन भावनगर में आयोजित किए। 1938 ईं में राजकोट में भिजुभाई ने "अध्यापन" मंदिर की स्थापना की। वे आदर्श शिक्षक के साथ-साथ एक प्रबुद्ध चिंतक तथा सृजनशील लेखक भी थे। उन्होंने बालशिक्षा पर एवं शिक्षा के विभिन्न विषयों पर 200 पुस्तकें लिखीं हैं। उनकी राय में समय, काल और परिस्थितियों के मान से हमें नये नये प्रयोग करते रहना चाहिए। भिजुभाई नवाचार रीति के प्रबल प्रवर्तक, प्रेरक और पोषक थे। वे प्रतिदिन और प्रतिवार नवाचार करते रहने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो शिक्षक सतत नवाचार करता रहता है वह कभी भी अपनी कक्षा में तथा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकता। भिजूभाई का नवाचार हमें करके सीखने का संदेश देता है। वह कहने पर कम और करने पर अधिक बल देते हैं। 'पहले करो, फिर कहो' यह उनका सूत्रवाक्य है। 23 जून 1939 को मुंबई में उनका स्वर्गवास हो गया।

VI. আপনার বিদ্যালয়ের দিনগুলির স্মৃতির ওপর একর্ট ছৌ নিবন্ধ লিখুন।

टिप्पणियाँ

इस पाठ में प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्यों का परिचय दिया गया है। क्रिया के प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए स्वरान्त क्रियाओं के मूल रूप के साथ ‘ওয়া’ (ओया) तथा व्यंजनांत क्रियाओं के मूल रूप के साथ ‘আ’ (आ) जोड़कर पुरुष वाचक प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे :

আমি তোমাকে খাওয়াম্প/শেখাম্প।	मैं तुम्हें खिलाती/सिखाती हूँ।
আপনি/তিনি আমাকে খাওয়ালেন/শেখালেন।	आपने/उन्होंने मुझे खिलाया/सिखाया।
তুমি/সে তাকে খাওয়াবে/শেখাবে।	तुम/वह उसको खिलाओगे/सिखाओगे।
তুম্প ওকে খাওয়ালি/শেখালি	तूने उसको खिलाया/सिखाया।

कुछ क्रियाओंको प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए संयुक्त क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे:

মা ছেলেকে ঘুম পাড়ান।	माँ बच्चे को सुला देती है।